"Selvi" বঙ্গানুবাদ R. K. Narayan.

প্রত্যেক ঐকতানবাদনের পরে Selvi-র স্বহস্তাক্ষর নিতে খুবই আগ্রহী ব্যক্তিবর্গ Selvi-কে ঘিরে ধরত, এবং মঞ্চ থেকে নামতে দিত না। Mohan প্রস্থানের পথের দিকে এগিয়ে বলত, "Selvi, তাড়াতাড়ি কর। ট্রেন miss করতে চাও নাকি?"

Selvi বলতে পারত, "এখনও অনেক সময় আছে," কিন্তু Mohan-এর কথার প্রতিবাদ করার অভ্যাস তার ছিল না। আর Mohan-ও সকলের সামনে তার উপর কর্তৃত্ব দেখানোর সুযোগ পেয়ে যেত। Selvi-র অনুরাগী ব্যক্তিরা Selvi-কে গাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দেওয়ার জন্য অপেক্ষা করত। তাদের দিকে তাকিয়ে Mohan রসিকতা করে মন্তব্য করত, "ওকে একা ছেড়ে দিলে ও ঐখানে বসে বিশ্বের সমস্ত খাতা স্বহস্তাক্ষর দিয়ে ভরিয়ে দিতে পারবে—ওর সময়জ্ঞান নেই।"

Scanned with CamScanner

লোকে দূর থেকে Selvi-র মৌলিক স্বর্গীয় সত্তা দেখত। একমাত্র Mohan তার মুখোমুখি আসতে পারত। প্রথম Selvi-কে দেখে Mohan মনে মনে মন্তব্য করেছিল, "দেখতে খারাপ নয়, তবে কিছুটা পরিবর্তন প্রয়োজন। তার কেশরাশি সুবিন্যস্ত করা হল। প্রসাধন সামগ্রীর ব্যবহারে তার গাত্রবর্ণের উন্নতি হল। প্রসাধন সামগ্রীর ব্যবহারে Mohan উৎসাহ দিচ্ছে, এটা কেউ বুঝতে পারুক, Mohan তা চাইত না। কারণ সে ছিল মহাত্মা গান্ধীর শিষ্য, কয়েকবছর জেলে কাটিয়েছে, হাতে বোনা পোশাক পরিধান করত এবং সমস্ত রকম বিলাসিতা বর্জন করত। সুতরাং আধুনিক কৃত্রিম উপায়ে তার স্ত্রীর ব্যক্তিত্ব বর্দ্ধনের কোন প্রশ্নই ওঠে না। তবে Singapore-এর এক ব্যক্তি (যে ছিল Selvi-র গুণমুগ্ধ) Mohan-কে কিছু সূক্ষ্ম প্রসাদন সামগ্রী গোপনে সরবরাহ করত।

যখন Selvi মঞ্চের উপর আসত তখন লোকেদের মধ্যে আরম্ভ হত তার গায়ের রং নিয়ে জল্পনা-কল্পনা ও তর্কাতর্কি। Boardless-এর টেবিলে বসে তার অনুরাগীরা তার ব্যক্তিগত জীবনের নানা দিক নিয়ে আলোচনা করত। আর Boardless-এর মালিক Varma, Selvi সম্পর্কে এইসব আলোচনা শুনতে ভালবাসত। সেও ছিল তার অনুরাগীদের মধ্যে একজন। সে প্রায়ই ভাবত, "লক্ষ্মীদেবী আমাকে প্রভূত ধনসম্পদ দিয়েছেন, কিন্তু আমি কামনা করি সরস্বতীদেবীর কৃপা, আর আমাদের গায়িকা Selvi হচ্ছে সেই সরস্বতীর প্রতিমূর্ত্তি। উনি যদি আমার হাত থেকে এক কাপ কফি বা কিছু মিষ্টান্ন গ্রহণ করতেন, তাহলে কি চমৎকার হত। কিন্তু হায়, যখনই আমি Selvi-র জন্য কিছু উপহার নিয়ে যাই, Mohan সেটা গ্রহণ করে আমাকে বারান্দা থেকেই ফিরিয়ে দেয়।"

Selvi-র সঙ্গে সাক্ষাৎ করার ইচ্ছা তার হাজার হাজার অনুরাগীর মধ্যে ছিল, আর Varma-ছিল তাদের মধ্যে একজন। কিন্তু Selvi যেন কারাগারে বন্দী হয়ে থাকত। সে একা একা নির্জনে দিন কাটাত। দু দশকের বেশী হয়ে গেল তার বিয়ে হয়েছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত Mohan-এর উপস্থিতি ছাড়া কারও সংগে সে কথা বলেনি।

Selvi-র দর্শন পাওয়ার জন্য তার দর্শনার্থীরা সারাদিন ধরে অপেক্ষা করত, কিন্তু অল্প কয়েকজনের ভাগ্যে জুটত তার দর্শন। কাউকে বাইরে থেকেই বিদায় দেওয়া হত, কেউ কেউ হয় একতলা পর্যন্ত বা বড়জোর সিঁড়ি পর্যন্ত আসতে পারত, কিন্তু কেউই তার দর্শন পেত না। বাছাই করা কিছু লোককে সমারোহ সহকারে অভ্যর্থনা করে উপর তলায় নিয়ে যাওয়া হত এবং সোফায় বসান হত। সাধারণ দর্শনার্থীরা বেঞ্চে বসে যতক্ষণ পারে অপেক্ষা করত, আর তারপর আস্তে আস্তে নিজেরাই চলে যেত।

তাদের বাড়ী ছিল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলের বিরাট অট্টালিকা। এটা ছিল এককালে Sir Frederick Lawley-র বাসস্থান। বাড়িটার চারিদিকে ছিল বড় বড় গাছ। Malgudi অঞ্চলের লোকেরা বলাবলি করত যে Sir Frederick-এর আত্মা এই বাড়িতে ঘোরাঘুরি করে, আর সেজন্য কেউ এ বাড়ি ভাড়া নেয় নি। ১৯৪৭ সালে বৃটিশরা ভারত থেকে চলে যাওয়ার পর থেকে বাড়িটা পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল। Mohan এক সময় বাড়িটা কিনে ফেলল, আর নিজের মনে মনে বলল, "গান্ধীজির অহিংস নীতি দেশে বৃটিশ শাসনের অবসান ঘটিয়েছে। আমি মহাত্মাজির শিষ্য, সুতরাং আমি গান্ধীজির ঐ পদ্ধতিতে এই বাড়ি থেকে একজন

Scanned with CamScanner

ইংরাজের আত্মাকে তাড়াব।" Selvi ফিল্মে নেপথ্যে গান গেয়ে যে অর্থ পেয়েছিল তাই দিয়ে Mohan বাড়িটা কিনেছিল। কিন্তু তারপরে আর Selvi-কে Mohan ফিল্মে গান গাইতে দেয় নি।

আস্তে আস্তে ব্যাপক প্রচার এবং মৌখিক সুপারিশের মাধ্যমে Mohan তার স্ত্রী Selvi-র ভাবমূর্ত্তি গড়ে তুলল। বেশ কয়েক বছরের চেষ্টায় গায়িকা হিসাবে তার নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। অনেক সঙ্গীতানুষ্ঠানে গান গাওয়ার অনুরোধ আসতে লাগল। অনেক অনুরোধ Mohan বাতিল করে দিত Selvi-র দর বাড়ানোর জন্য। এইসব ব্যাপারে Mohan ছিল খুবই দক্ষ। কি করে অনেক অর্থ রোজগার করতে হয় এবং কি করে আয়কর ফাঁকি দেওয়া যায়, তা Mohan-এর ভালই জানা ছিল।

পেশাগত ব্যাপারের সঙ্গে সঙ্গে জনসংযোগের দিকেও Mohan-এর নজর ছিল। বাছাই করা বিখ্যাত লোকদের সে বাড়িতে নিমন্ত্রণ করত। তাদের মধ্যে কখনও কখনও দু-একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তিও থাকত।

Broadless-এ Selvi-র প্রথম জীবন নিয়ে অনবরত আলোচনা হত। Varma এরকম আলোচনাতে শুনেছিল যে Selvi লালিত পালিত হয়েছিল Vinayak Mudali Street-এ জীর্ণ এক বাড়িতে। তাদের আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না। Selvi তার মার কাছ থেকে গান শিখেছিল।

এই সময়ে Market Road-এ Mohan-এর একটা ফটো তোলার ষ্টুডিও ছিল। এখানে Selvi-র মা তার ফটো তোলাতে তাকে এখানে নিয়ে আসে। তখন থেকেই আরম্ভ তাদের বাড়িতে Mohan-এর যাতায়াত। Mohan একমনে চোখ বুঁজে Selvi-র গান শুনত, আর শুনতে শুনতে তার গানে মগ্ন হয়ে যেত।

এইভাবে চলতে চলতে এই পরিবারের একজন প্রায় অভিভাবক হয়ে উঠেছিল Mohan, Boardless-এ কেউ সঠিক বলতে পারত না, কবে এবং কোথায় Mohan-এর সঙ্গে Selvi-র বিয়ে হয়েছিল। এই বিষয়ে অনুসন্ধান করতেও কেউ সাহস পেত না।

বাড়িটা কেনার পরে একটা শুভদিনে Mohan Selvi, তার মা এবং ভাইবোনকে নিয়ে এল। তারা এত বড় বাড়ি দেখে অবাক হয়ে গেল, কিন্তু Selvi-র কোন প্রতিক্রিয়া হল না। Mohan এতে একটু বিষণ্ণ বোধ করল। Selvi-কে জিজ্ঞেস করল, "কেমন লাগছে জায়গাটা?" উত্তরে সে শুধু বলল, "বাড়িটা বেশ বড়।" তারপর Mohan বাড়িটার ইতিহাস শোনাতে আরম্ভ করল (ভুতের ব্যাপারটা বাদ দিয়ে)। Selvi কোনও আগ্রহ দেখাল না, তার মন ছিল অন্যত্র। বাড়িতে বিরাট আসবাবপত্রের দিকে তার লক্ষ্য ছিল না। Mohan পরে বুঝতে পেরেছিল যে, Selvi-র প্রকৃতিটাই এরকম, তার চারপাশে যা সব থাকে সেদিকে কোনও আগ্রহ থাকে না। Selvi বড় প্রাসাদে বা পাঁচতারা হোটেলেই থাকুক, বা ছোট কোনও গ্রামের বাড়িতেই থাকুক, হয় সে উদাসীন বা তৃপ্ত। সন্ধ্যায় ঠিক সময়ে গান গাইতে যাওয়ার জন্য তৈরি থাকত। অধিকাংশ সময়ে সে জানত না, বা প্রশ্নও করত না, কোথায় সে গান গাইতে যাচ্ছে বা তার জন্য কত টাকা পাওয়া যাবে। Mohan তাকে তৈরি হয়ে নিতে বলার সঙ্গে সঙ্গে ট্রাংকে জামাকাপড় ও প্রসাধন সামগ্রী গুছিয়ে তৈরী হয়ে নিত, কখনও জানতে চাইত

Scanned with CamScanner

না কোথায় তাকে যেতে হবে। ট্রেনে যেখানে Mohan বসতে বলত সেখানে বসত, আর Mohan যেখানে নামতে বলত সেখানে নামত। তার কোনও দাবী ছিল না, প্রশ্ন ছিল না, অভিযোগ ছিল না। সে সব সময় কোনও সুরের মধ্যে বা নিজের চিন্তার মধ্যে মগ্ন হয়ে থাকত।

পঁচিশ বছরের মধ্যে Selvi সঙ্গীতশিল্পী হিসাবে জাতীয় প্রতিষ্ঠা লাভ করল এবং দেশের বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণ করল। লোকে তাকে সুরের দেবী নাম দিল। কোনও অনুষ্ঠানে তার নাম ঘোষণা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত হল ভর্তি হয়ে যেত। আর মঞ্চে আবির্ভূত হওয়ামাত্র আরম্ভ হত জনসাধারণের অত্যুগ্র জয়ধ্বনি। তারপরেই সকলে নীরব হয়ে তার গান শুনত। সমস্ত রকমের শ্রোতৃমণ্ডলী, সাধারণ শ্রোতা থেকে আরম্ভ করে সঙ্গীতবিশারদ পণ্ডিত ব্যক্তি, সকলেই তার গান শুনে মুগ্ধ হয়ে যেত।

দেশে বা বিদেশে যেখানেই Selvi গান গাইত, সেখানেই উপস্থিত থাকত এবং প্রথম সারির মাঝের আসনে বসে Selvi-র দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখত। Selvi-র দিকে দৃষ্টি থাকলেও Mohan-এর মন পড়ে থাকত টাকাকড়ি-সংক্রান্ত বিষয়ে বা কেউ হলের মধ্যে টেপ-রেকর্ডার নিয়ে প্রবেশ করেছে কিনা, এই বিষয়ে।

প্রত্যেক ঐকতানবাদনের পরিকল্পনা তৈরি করত Mohan। সন্ধ্যায় Selvi-কে বসিয়ে বুঝিয়ে দিত কোন রাগ আগে ধরবে, আর কোনটা তারপর গাইবে। Selvi শুধু বলত, "আচ্ছা।" এই ব্যাপারে সে একটিও কথা বলত না।

প্রত্যেকে Mohan-এর অনুগ্রহলাভের চেষ্টা করত যাতে Selvi-র মত সঙ্গীততারকার কাছাকাছি আসতে পারে। Mohan বিশিষ্ট মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের সঙ্গে Selvi-র পরিচয় করিয়ে দিত। তারা যখন Selvi-র গানের প্রশংসা করত তখন সে শুধু কয়েকটা শেখান কথা বলে যেত। Mohan দেখত যে Selvi ঠিক তার নির্দেশমত গড়ে উঠছে, আর তাতে সে খুব আনন্দ পেত। Selvi-কে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সে নিজেই নিজেকে অভিনন্দিত করত, আর মনে মনে বলত, "আমি না থাকলে ও ওর মা, ভাই-বোনের মত হত।" Mohan আস্তে আস্তে Selvi-কে তার মা, ভাই-বোনের সংস্পর্শ থেকে সরিয়ে নিয়ে এল। ওদের সঙ্গে Selvi-র এখন প্রায় দেখাই হয় না। প্রথম প্রথম সপ্তাহে একদিন ওদের দেখা হত, এখন ওরা Selvi-র কাছ থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছে।

যদি কখনও ভয়ে ভয়ে Selvi তার মাকে দেখার কথা বলত, Mohan বলে উঠত, "ঠিক আছে, অন্য এক সময় Mani-কে Vinayak Street-এ পাঠাব। কালকে রাজ্যপালকে দুপুরে খাওয়ার নিমন্ত্রণ করেছি, তোমাকে আধঘণ্টার জন্য গান গাইতে হবে। Selvi "অনেক ইতস্ততঃ করে বলত, "তাহলে তার পরের দিন।" Mohan তার কথার কোনও উত্তর না দিয়ে টেলিফোন করতে চলে যেত। Selvi এর পরে আর তার মার প্রসঙ্গ তোলে নি। এতে মনে সে খুব কষ্ট পেত, কিন্তু তার এমন কেউ ছিল না যার কাছে সে মনের কথা খুলে বলতে পারে।

মাসের পর মাস, বছরের পর বছর কেটে গেল। Selvi এসবের কোনও হিসাব রাখত না, সে শুধু যন্ত্রচালিতের মত, তাকে যেমন আদেশ করা হত সেইমত গান গেয়ে চলল।

Scanned with CamScanner

তারা যখন পর পর কয়েকটা সঙ্গীতানুষ্ঠানের জন্য কলকাতায় এসেছিল, তখন সংবাদ এল, তার মা মারা গিয়েছে। এই সংবাদ শুনে Selvi হোটেলের ঘরের বাইরে এল না, আর তার সমস্ত অনুষ্ঠানসূচী বাতিল করা হল। কলকাতা থেকে ফেরার সময়ে ট্রেনে সমস্ত রাস্তা জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল, একটা কথাও বলল না। অবশ্য সে কোন দিনই বেশী কথা বলত না, তবে Mohan যা বলত তা এতদিন মন দিয়ে শুনত। কিন্তু এখন সে Mohan-এর দিকে তাকালও না। বাড়ী পৌঁছে তারা Vinayak Maduli Street-এ যাওয়ার জন্য তৈরি হল। Mohan-ও Selvi-র সঙ্গে গেল। ঐখানকার একজন প্রতিবেশী Selvi-র মা কিভাবে মারা গেলেন তার বিবরণ দিতে শুরু করল। Mohan তার কথায় বাধা দিয়ে তাকে সরিয়ে দিতে চাইল। Selvi Mohan-কে বলল, "তুমি ফিরে যেতে পার। আমি এখানেই থাকব।" Mohan আশা করতে পারে নি যে Selvi এভাবে কথা বলবে। সে অবাক হয়ে গেল। বিড় বিড় করে Selvi-কে বলল, "ঠিক আছে। আমি গাড়ি পাঠিয়ে দেব। কবে যেতে চাও?"

"কোন দিনও না। আমি আগের মত এখানেই থাকব।"

কি করে এই জায়গায় থাকবে? Selvi তার আপত্তিতে কান না দিয়ে বলল, "আমার মা ছিলেন আমার গুরু। তিনি এখানেই আমাকে সঙ্গীত শিক্ষা দিয়েছেন, এখানেই বাস করতেন, এখানেই মারা গেছেন। আমিও এখানে থাকব, এখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করব। আমার মার কাছে যা ভাল ছিল, আমার কাছেও তাই ভাল।"

Selvi যে এত বাকপটু তা Mohan আগে কখনও জানতে পারেনি। এতবছর ধরে সে এত নরম-সরম এবং সন্তোষ উৎপাদনে আগ্রহান্বিত ছিল যে Mohan ভাবতেই পারেনি যে, তাকে যা শেখান হয়েছে তাছাড়া একটিও বেশী কথা সে বলতে পারে। Mohan একটু অপেক্ষা করল যদি তার মতের পরিবর্তন হয়। ইতিমধ্যে সেই প্রতিবেশী Selvi-র মৃত মায়ের সৎকার কিভাবে হয়েছিল এসব বিষয়ে অনেক কথা বলে গেল।

অপেক্ষা করতে করতে অধৈর্য হয়ে Mohan যাবার জন্য উঠে পড়ল। "তোমার জন্য কিছু কি পাঠাতে হবে?" "কিছু না", সে উত্তর দিল। Mohan লক্ষ্য করল Selvi-র পরিধানে একটা জীর্ণ পুরানো শাড়ি, গায়ে কোন অলঙ্কারও নেই, সবই বাড়িতে রেখে এসেছে।

"তুমি বলতে চাও যে তোমার কিছুর প্রয়োজন নেই?"

"আমার কোন কিছুর প্রয়োজন নেই।"

"কেমন করে তোমার চলবে?" Selvi কোন উত্তর দিল না। Mohan দুর্বলভাবে জিজ্ঞাসা করল, "Bhopal-এ তোমার গানের অনুষ্ঠান আছে। আমি কি ওদের তারিখটা পরিবর্তন করতে বলব?" এই প্রথম Mohan এইসব সমস্যা নিয়ে Selvi-র সঙ্গে কথা বলল।

"তোমার যা ইচ্ছা তাই কর," সে বলল।

"তুমি কি বলতে চাইছ?" কোন উত্তর এল না।

Mohan গাড়ি করে চলে গেল। এখন সকলের মনোযোগ আকৃষ্ট হল Selvi-র প্রতি। তারা Selvi-র কাছে এগিয়ে এল—এত বছর সে যেন অভেদ্য নগরদুর্গে বন্দিনী ছিল, অনেকের

Scanned with CamScanner

কাছেই সে ছিল জনশ্রুতি বা কাল্পনিক এক সঙ্গীতশিল্পী। তাদের মধ্যে একজন Selvi-কে বলল, "মার সাহায্যে আসলে না কেন? উনি তোমার কথা বলছিলেন।" Selvi কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল।

তিন দিন পরে Mohan আবার এসে বলল, "আগামী ৩০ তারিখে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানপ্রদ ডিগ্রী গ্রহণ করতে হবে।" Selvi শুধু মাথা নেড়ে অসম্মতি জানাল। "প্রধানমন্ত্রী ঐ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন।"

আরও চাপাচাপি করাতে সে শুধু বলল, "আমাকে এসব কিছু থেকে বাদ দাও, আমাকে একা থাকতে দাও। আমি এখন থেকে একাই দিন কাটাতে চাই।"

"শুধু এইবারকার মতন, তারপর তোমার যে মন চায় তাই কর। নচেৎ তোমার সুনাম সম্পর্কে সন্দেহ জাগবে। একদিন দিল্লীতে থেকে পরের দিনই চলে আসবে। আর তাছাড়া সামনের মাসে রেকর্ডিং-এর জন্য গ্রামোফোন কোম্পানীর সংগে চুক্তিপত্রে সই করেছ...।" Selvi কোন উত্তর দিল না। তার চাহনি বুঝিয়ে দিল, এটা তার ব্যাপার নয়। "তুমি আমাকে বিপদে ফেলছ...।" লোকের ভিড়ের মধ্যে এসব কথাবার্তা বলা খুব অসুবিধা, কারণ তারা এদের লক্ষ্য করছে এবং প্রতিটি কথা শুনছে। Mohan চাইল একটু নিভৃতে এসব কথা বলতে, কিন্তু এক কামড়ার বাড়িতে তা সম্ভব নয়। অনেকেই আসা যাওয়া করছে, কেউ বা ওখানে বসে পড়ছে। Selvi-কে একা পেলে Mohan মিষ্ট কথায় ভোলাতে পারত ; আর না হলে ওর ঘাড় মুচড়ে দিতে পারত। সে অসহায় ও হতাশবোধ করল। তারপর হঠাৎ চলে গেল। এক সপ্তাহ পরে আবার সে এল, কিন্তু অবস্থার কোন পরিবর্তন হল না। Selvi তাকে অভ্যর্থনাও জানাল না, চলে যেতেও বলল না। Mohan তাকে গাড়িতে আসতে বলল, Selvi প্রত্যাখ্যান করল। Mohan মনে মনে ভাবল, "ওর মার মৃত্যুর বয়স হয়েছিল, আর এই বোকাটা শুধু শুধু নিজের জীবন নষ্ট করছে।" মার মৃত্যুতে শোক করার জন্য সে Selvi-কে আরও চার সপ্তাহ সময় দিল। তারপরে আবার এল এবং দেখল বাড়িতে ভিড়ে ঠাসা, রাস্তা পর্যন্ত ভিড় চলে গেছে। Selvi বসে আছে ছোট হলঘরের পেছন দিকে, হাতে তানপুরা নিয়ে গান গাইছে, যেন প্রেক্ষাগৃহে শ্রোতৃমণ্ডলীর সামনে। একজন বেহালা-বাদক এবং একজন ড্রাম-বাদক সহযোগিতা করছিল। "ও ওর শিল্পকলা অপচয় করছে", সে ভাবল। Selvi Mohan-কে বসতে বলল। Mohan এক কোণায় বসে কিছুক্ষণ গান শুনে চলে গেল। বার বার Mohan এসেছে, আর এই একই দৃশ্য দেখেছে, বাড়িতে সারাক্ষণ লোকে ভিড় করে রয়েছে Selvi-র গান শোনার অপেক্ষায়। Selvi-বিনা পয়সায় সঙ্গীতানুষ্ঠানের কথা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। লোকে গাড়ি করে বা সাইকেলে করে বা পায়ে হেঁটে এসে ভিড় করত। Boardless-এর Varma সোনালী কাগজে মোড়া বাক্সে মিষ্টান্ন উপহার নিয়ে এসে Selvi-র হাতে তুলে দিল। দেবীরূপ Selvi-কে উপহার দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা তার এতদিনে পূর্ণ হল। প্রয়োজন না হলে Selvi কোন কথা বলত না। সারাদিন একাই কাটাত, কে এল আর কে গেল সেদিকে কোন লক্ষ্য তার ছিল না।

মোহন ভাবল রাত্রে Selvi-কে একা পাওয়া যাবে। একদিন রাত এগারটায় Market Road-এ গাড়ি ছেড়ে দিয়ে Mudali Street-এ হেঁটে চলে এল। Selvi-র ঘরের দরজার

Scanned with CamScanner

কাছে এসে আস্তে আস্তে বলল, "আমি এসেছি। জরুরী কথা আছে। দয়া করে দরজাটা খোল।" Selvi জানালার খড়খড়ি অল্প একটু খুলে দৃঢ়ভাবে বলল, "চলে যাও, এত রাতে এখানে আসা যথাযথ নয়"। "অকৃতজ্ঞ কোথাকার", এই বলতে বলতে Mohan চলে গেল।

Scanned with CamScanner